083 তারিখ 26 MAR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
ঢাকা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
ঢাকা

শিক্ষাঙ্গন

পরীক্ষা কেন্দ্রে দুর্নীতি

১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হতে যাচ্ছে। প্রতি বৎসরই ছাত্র-ছাত্রী বাড়ছে, পাসের হার বাড়ছে না তা বললে ভুল হবে। তবে অতীতের লেখাপড়া ও বর্তমানের লেখাপড়ার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পড়াশুনা নেই, পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারলেই সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। প্রতি বছরের তুলনায় এ বছরে পরীক্ষা কেন্দ্রে দুর্নীতি আশঙ্কাজনকভাবে বৃদিধ পেয়েছে। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নকল না হওয়ার ঐতিহ্য ছিল সেসব কেন্দ্রেও এবার নকলের প্রকোপ লক্ষ্য করা গেছে।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ ও ৭৩ সালে এ দেশে বিভিন্ন পরীক্ষায় নকলের ব্যাপকতা প্রচণ্ড বেড়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে মন্থর গতিতে চললেও গত দু'বছরে তা সংক্রামক ব্যাধি হিসেবে দেখা দিয়েছে সমাজে। বলাবাহুল্য সে শহরের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর চেয়ে মফস্বলের কেন্দ্রগুলোতে এর প্রচণ্ডতা বেশী। এসব কেন্দ্রে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হয়, যেন তারাও অটোপ্রমোশনের ছাত্র অথবা নকল করা শিক্ষক।

পরীক্ষার আগে শহরের লেখা-পড়া না করা ছাত্রদের পরীক্ষা কেন্দ্র পরির্তন করে মফস্বলের কেন্দ্রগুলোতে যেতে দেখা যায়। কারণ ওখানে নকলের অধিকার (?) ষোল আনার ভিতরে আঠারো আনা। ফলে, ক্ষতি হচ্ছে সমাজ, দেশ ও জাতির। মাঝখান থেকে লাভবান হচ্ছেন কিছু শিক্ষক।

এ জন্য দায়ী কে বা কারা তা সকলের জ্ঞাত। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণের জন্য নির্বাচনে ভোট ডাকাতি করে, ভাগ্য নিয়ন্তার সাধারণ মানুষের জীবনকে উন্নত করার চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তে নিজেদের পকেট এবং উদরের উন্নতি ঘটায়, সুবিধাবাদ এবং শঠতার কাছে সৎ প্রচেষ্টা পরাহত হয় বার বার এবং এ সমস্ত অপকর্ম করেও যখন ক্ষমতার বলে তারা পাড় পেয়ে যায়, তখন এসব দেখে ছাত্ররাও নকলের প্রতি আকৃষ্ট হবে এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

আমাদের দুর্ভাগ্য বলতে হবে যে, আমরা এমন কোন মহৎ রাজনীতিবিদ কিংবা নেতা পাইনি; যাদের সৎ প্রচেষ্টাকে লক্ষ্য রেখে সংকট উত্তরণ করা যায়। নকল প্রবণতার এই মারাত্মক প্রসারে আমরা শঙ্কিত না হয়ে পারি না। অথচ নকল প্রবণতাকে প্রতিহত করার ব্যাপারে এ পর্যন্ত তেমন কঠোর পন্থাই নেয়া হয়নি। বন্যা বা জলোচ্ছাস হলে রাজনীতিবিদ ও নেতৃবৃন্দ এগিয়ে আসেন ত্রাণকার্যে। কারণ এতে সহজ, সরল মানুষের সস্তা হাততালি পাওয়া যায়। কিন্তু পরীক্ষার নকল রোধ করতে গেলে ছাত্রদের সমর্থন হারানোর আশঙ্কা থাকে। আমাদের অতীত ঐতিহ্যকে ভুলে গেলে চলবে না। এজন্য ছাত্রদের কর্তব্যও কম নয়। নকলের মত এই মারাত্মক ব্যাধিকে মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। তাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না যে, সমাজ, দেশ ও জাতি তাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার প্রতাশী। সুতরাং আমরা আশা করি, সংশ্লিষ্ট সকল মহল শিক্ষা ব্যবস্থাকে কঠিন দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসবেন। আমরা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষিত উজ্জ্বল বংশধর চাই। অযোগ্য, অশিক্ষিত সার্টিফিকেটধারীদের নয়।

—নাজমুল হক খোকন।